রাম মোহাম্মদ সিং আজাদ: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবীর শপথ

সরোজ দাস

“রাম মোহাম্মদ সিং আজাদ”—নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গভীর রাজনৈতিক দর্শন। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ “ভাগ করো, শাসন করো” নীতির মাধ্যমে ধর্মীয় বিভাজনকে অস্ত্র করে ভারতীয় সমাজকে দুর্বল করে তুলছিল, তখন এক বিপ্লবী নিজের পরিচয়েই তুলে ধরেছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত এক দর্শন। “রাম” হিন্দুর, “মোহাম্মদ” মুসলমানের, “সিং” শিখের এবং “আজাদ” স্বাধীনতার প্রতীক। এই নাম কোনও ছদ্মনাম ছিল না; এটি ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং মুক্ত ভারতের অঙ্গীকার।

সেই অঙ্গীকারের নাম— বিপ্লবী উধম সিং। ইতিহাস তাঁকে প্রায়শই শুধু “জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধকারী” হিসেবে মনে রাখে। কিন্তু তাঁর জীবনকে যদি কেবল প্রতিশোধের কাহিনিতে সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে তা ইতিহাসের প্রতি অবিচার হবে। তিনি ছিলেন ভগত সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, রাজগুরু ও সুখদেবের সমগোত্রীয় এক বিপ্লবী, যার সংগ্রাম বিস্তৃত ছিল তিন মহাদেশ জুড়ে, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে। ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে মাইকেল ও'ডোয়ারকে হত্যা ছিল সেই দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি মাত্র; এর পেছনে ছিল জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তাক্ত স্মৃতি, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান এবং ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।

এক অনাথ শিশুর বিপ্লবী হয়ে ওঠা

১৮৯৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের সাংরুর জেলার সুনাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শের সিং, যিনি পরবর্তীকালে উধম সিং নামে পরিচিত হন। বাবা তেহাল সিং রেল ক্রসিংয়ে প্রহরীর কাজ করতেন, মা নারায়ণ কৌর। মাত্র তিন বছর বয়সে মা, আর কয়েক বছরের মধ্যেই বাবাকেও হারান তিনি। অল্প বয়সেই মা-বাবাকে হারিয়ে তিনি ও তাঁর বড় ভাই আশ্রয় নেন অমৃতসরের সেন্ট্রাল খালসা অনাথ আশ্রমে। সেখানেই তাঁর নতুন নাম হয়–উধম সিং। কিছুদিনের মধ্যেই ভাইয়েরও মৃত্যু হয়। জীবনের শুরু থেকেই অনাথত্ব, দারিদ্র্য এবং ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর বাস্তবতা তাঁকে ঘিরে ধরে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জীবিকার তাগিদে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে তিনি এমন এক ভারতের মুখোমুখি হন, যেখানে যুদ্ধজয়ী ব্রিটিশ শাসক ভারতীয়দের পুরস্কৃত করার বদলে দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে।

জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড: যে দিন সব বদলে গেল

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে জড়ো হয়েছিলেন হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার কোনও সতর্কতা ছাড়াই সৈন্যদের গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। সরকারি হিসাবে নিহত হন ৩৭৯ জন, যদিও সমকালীন অনুসন্ধান এবং বহু গবেষকের মতে প্রকৃত সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি হতে পারে। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত সন্ত্রাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতার দাবিতে জেগে ওঠা ভারতকে ভয় দেখানোর জন্য ব্রিটিশ শাসন এই গণহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল।

উধম সিং সেদিন নিজে ছিলেন ঘটনাস্থলে, কিশোর বয়সী উধম সিং তখন আন্দোলনকারীদের জল পরিবেশন করছিলেন–আর চোখের সামনে দেখলেন গোটা হত্যাযজ্ঞ। নিজের চোখের সামনে নারী, পুরুষ ও শিশুর রক্তাক্ত মৃত্যু তাঁর জীবনকে আমূল বদলে দেয়। তিনি শপথ নেন–এই হত্যাযজ্ঞের রাজনৈতিক দায়ীদের তিনি কোনওদিন ভুলবেন না।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন জেনারেল ডায়ার। কিন্তু তৎকালীন পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার শুধু এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থনই করেননি, বরং প্রকাশ্যে এর সাফাই গেয়েছিলেন। তাঁর মতে, পাঞ্জাবকে "শিক্ষা" দিতে এমন কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল। উধম সিংয়ের কাছে তাই ও'ডায়ার ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির রাজনৈতিক মুখ।

তিন মহাদেশ জুড়ে এক বিপ্লবীর পথচলা

পরবর্তী একুশ বছর উধম সিং হয়ে ওঠেন এক যাযাবর বিপ্লবী; যেন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। আফ্রিকা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তিনি শ্রমিক, নাবিক, ছুতার কিংবা অন্য পরিচয়ে কাজ করেছেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখ এড়াতে ব্যবহার করেছেন একাধিক নাম–উদে সিং, ফ্র্যাঙ্ক ব্রাজিল, সিং আজাদ।

১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি যোগ দেন গদর পার্টিতে–ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় শ্রমিকদের এই সংগঠন বিশ্বাস করত, সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে হলে আন্তর্জাতিক সংহতি এবং সশস্ত্র সংগ্রাম–দুটিই প্রয়োজন। এই সময় থেকেই উধম সিংয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিণত হয়। ভগত সিংয়ের মতোই তাঁর কাছে স্বাধীনতা কেবল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ছিল না; ছিল সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

ভগত সিং ছিলেন তাঁর অন্যতম অনুপ্রেরণা। ১৯২৭ সালে অস্ত্র নিয়ে ভারতে ফেরার পথে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং চার বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ সালে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি জানতে পারেন, ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেবকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ তাঁর সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে। এরপর থেকে তিনি ভগত সিংয়ের একটি ছবি সবসময় মানিব্যাগে রাখতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে লাহোরে নতুন পাসপোর্ট করিয়ে তিনি পাড়ি জমান লন্ডনে। এরপর তিন বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ–এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত–ব্রিটিশ নজরদারি এড়িয়ে চলে তাঁর গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপ।

Daily Herald

SIR M. O'DWYER ASSASSINATED AT A LONDON MEETING

Lord Zetland, Two Others Wounded

AUDIENCE LOCKED IN: A MAN CHARGED

THIS IS WHY THE FINN GOVT. GAVE IN

I Was Hit At Two Yards Range —Lord Zetland

সংবাদ শিরোনামে ১৯৪০ সালে ডেইলি হেরাল্ড -এর প্রথম পাতায় মাইকেল ও'ডোয়ারের হত্যাকাণ্ডের খবরটি তাঁর ছবিসহ

ক্যাক্সটন হল: একুশ বছরের অপেক্ষার অবসান

১৩ মার্চ ১৯৪০। লন্ডনের ক্যাক্সটন হল। ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটির যৌথ সভা শেষ হয়েছে। মঞ্চ থেকে নেমে আসছেন মাইকেল ও'ডায়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন উধম সিং। লুকিয়ে রাখা রিভলভার থেকে পরপর গুলি ছোড়েন। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ও'ডোয়ার। তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর শান্তভাবে বলেন-

---

"আমি এটা করেছি কারণ তার বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ ছিল। ব্রিটিশ শাসনে আমার দেশের মানুষকে অনাহারে, অপমানে বাঁচতে দেখেছি। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। দেশের জন্য মরতে পারা আমার কাছে গৌরবের।"

গ্রেপ্তারের পর ব্রিটিশ পুলিশ তার নাম জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন–"রাম মোহাম্মদ সিং আজাদ"। এটি কোনও ছদ্মনাম ছিল না; ছিল একটি রাজনৈতিক বিবৃতি। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ–তিন সম্প্রদায়ের ঐক্যকে নিজের পরিচয়ের মধ্যেই ধারণ করেছিলেন তিনি। এমন এক সময়ে, যখন ব্রিটিশ শাসকরা ধর্মীয় বিভাজনকে উসকে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার চেষ্টা করছিল, তখন উধম সিং ঘোষণা করেছিলেন–স্বাধীনতা কোনও একটি ধর্মের নয়; এটি সমগ্র ভারতবাসীর অধিকার।

বিচার, ফাঁসি এবং উত্তরাধিকার

১৯৪০ সালের ৪ জুন লন্ডনের ওল্ড বেইলিতে বিচারপতি অ্যাটকিনসনের সামনে শুরু হয় তাঁর বিচার। সাক্ষীদের সামনেই ঘটেছিল হত্যাকাণ্ড, তিনি কখনও নিজের দায় অস্বীকার করেননি–তাই মাত্র দুই দিনেই শেষ হয় এই প্রায় আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব বিচার। বিচারের সময় তিনি ৪২ দিন অনশন করেন। রায় ঘোষণার আগে তিনি আদালতে বলেছিলেন যে মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না, বরং এতে গর্বিত–আর ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণির প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান অটুট। ৩১ জুলাই ১৯৪০, লন্ডনের পেন্টনভিল কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে উধম সিং দ্রুত শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। পেন্টনভিল কারাগারেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন উধম সিং, যেখানে তাঁর দেহাবশেষ ছিল ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৪ সালে পাঞ্জাবের সরকারের প্রচেষ্টায় তাঁর দেহাবশেষ ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। শহীদের মর্যাদায় দাহ করার পর তাঁর ভস্ম রাখা হয় জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মৃতিসৌধে। ১৯৯৫ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁর স্মরণে একটি জেলার নামকরণ করে।

ভগত সিংয়ের মতো ততটা পরিচিত না হলেও, পাঞ্জাবে–বিশেষত অমৃতসরে–উধম সিং আজও স্মরিত হন এক অকুতোভয় বীর হিসেবে। উধম সিংকে শুধু "প্রতিশোধপরায়ণ বিপ্লবী" হিসেবে দেখানো তাঁর উত্তরাধিকারকে ছোট করে। তাঁর সংগ্রামের লক্ষ্য কোনও একজন মানুষকে হত্যা করা ছিল না; তাঁর লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে জানিয়ে দেওয়া যে রাষ্ট্র-সন্ত্রাসেরও একদিন ইতিহাসের আদালতে বিচার হয়।

আজ যখন ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করার রাজনীতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন "রাম মোহাম্মদ সিং আজাদ" নামটি নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফিরে আসে। এই নাম মনে করিয়ে দেয়–ভারতের স্বাধীনতা কোনও এক ধর্ম, ভাষা বা সম্প্রদায়ের অর্জন ছিল না; এটি ছিল সকল ভারতবাসীর সম্মিলিত সংগ্রামের ফসল। তাই উধম সিং কেবল জালিয়ানওয়ালা বাগের প্রতিশোধকারী নন–তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ধর্মনিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক এবং আপসহীন চেতনার অন্যতম উজ্জ্বল প্রতীক।